প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ
প্রবন্ধ প্রবন্ধ প্রবন্ধ

সন্ত্রাস, আইন ও ইনসাফ

ফরহাদ মজহার

ইংরেজিতে 'সন্ত্রাস' বোঝানোর দুটো শব্দ আছে : violence আর terror। দুটোর অর্থ কিভাবে কেমন করে আলাদা সেই বিষয় নিয়ে বাদবিসংবাদ বহুদিনের। তাদের মধ্যে ফারাক বজায় রাখার কথা থাকলেও সংবাদপত্রে, সাহিত্যে, কথাবার্তায় দৈনন্দিন আলাপ–আলোচনায় তারা একাকার হয়ে যায়। আজকাল বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ধারণার সঙ্গে কি করে ক্ষমতার দাপট দেখানো ও প্রয়োগের ব্যাপার জড়িত তা নিয়ে বি□র লেখালিখি আছে। 'সন্ত্রাস' তার মধ্যে অন্যতম। বর্ণ, শ্রেণী ও নারী–পুরুষ সম্পর্ক থেকে সমাজে একেক ধরনের বয়ান, কথন, বা লেখালিখির ধরন তৈরি হয়। বলাবলি ও লেখালেখির অনেক অভ্যাস গড়ে ওঠে, যার মধ্যে উ□চবর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের, আভিজাত্যের সঙ্গে নিম্নবর্গের, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর এবং পাশাপাশি নারীর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কের লড়াই–সংগ্রাম হাজির থাকে। এই কালের দর্শনের প্রধান মনোযোগ হ□ছ এই ধরনের লেখালিখি বা বলাবলির ধরন পড়তে পারা বা কথার মাঝখানে কথা শোনার শক্তি অর্জন করা। পড়বার বা শুনবার এই দক্ষতা অর্জন করলে ক্ষমতার লড়াই কি করে ভাষা তৈরি ও ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চলে তার আন্দাজ করা যায়। সমাজের নানান পক্ষ নিজ নিজ তরফে মত তৈরি, পরমত খণ্ডন অর্থাৎ শক্তি বৃদ্ধির লড়াই চালায়। নিজ নিজ ভাষা বা ভাষার ব্যবহার ক্ষমতার বয়ান বা সংজ্ঞা হয়ে নিজ নিজ শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর স্বার্থ বা ক্ষমতা খাটাবার কাজে ব্যবহৃত হয়। শব্দ হিসাবে 'সন্ত্রাস' বা 'সন্ত্রাসী' এই বিষয়গুলো বিচার করবার খুব ভাল নজির।

নিপীড়কের বিরুদ্ধে সামাজিক–রাজনৈতিক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা এই ব্যাপারগুলো খুবই ভাল বুঝবেন। কারণ নিপীড়ক শ্রেণী সবসময়ই বিপীড়িতের লড়াই–সংগ্রামকে কর্মকাণ্ডকে 'সন্ত্রাসী', 'উগ্রপন্থা' 'হঠকারী' ইত্যাদি বলে প্রবল প্রচার চালায়। কাজে কাজেই যাঁরা নিজেদের কার্ল মার্কস, লেনিন বা মাওজে দংয়ের অনুসারী বলে গণ্য করেন তাঁরা ক্ষমতাসীন শক্তি কেন প্রতিপক্ষকে 'সন্ত্রাসী' বলে তার রাজনৈতিক মর্ম সহজে বোঝেন। নিপীড়ক শ্রেণী নিজেও কিন্তু ব্যাপারগুলো বোঝে। কারণ প্রতিপক্ষকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দিয়ে তার সকল মানবিক সত্তা মুছে দেওয়া খুবই জরুরি— নইলে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস বা হত্যা করবার কোন নীতিগত ভিত্তি সমাজে তৈরি করা যায় না। মানুষকে হত্যা করা অপরাধ। কিন্তু 'সন্ত্রাসী' হত্যা করা অপরাধ নয়, কারণ 'সন্ত্রাসী' মানুষ নয়। এটা আমরা র‍্যাবের ক্রসফায়ারে হত্যার মধ্যে যেমন দেখি তেমনি মানুষের হাতে ধরা পড়া ডাকাত বা পকেটমারকে সকলে মিলে গণপিটুনি দিয়ে হত্যার উল্লাসের মধ্যেও দেখি। এখনকার বাংলাদেশে কোন্ শ্রেণী কিভাবে 'সন্ত্রাস' ও 'সন্ত্রাসী' শব্দটি ব্যবহার করে এবং কার বিরুদ্ধে এবং কোন শ্রেণীর পক্ষে—সেটা সমাজতত্ত্বের দিক থেকে গবেষণার খুবই ইন্টারেস্টিং একটি বিষয়। তবে এখানে 'সন্ত্রাস', 'সহিংসতা', 'বল প্রয়োগ', 'কর্তৃত্ব' ইত্যাদি শব্দ ও ধারণার কিছু প্রাথমিক বিচার করবার চেষ্টা করব যাতে আইন এবং ইনসাফ সম্পর্কে কিছু কথা তোলা যায়।

'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' চালাবার যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করেন যে Terrorism বা 'সন্ত্রাস' শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণ খুব সহজ নয়। International Policy Institute for Counter Terrorism প্রশ্ন তুলছে Is One man's terrorist another man's freedom fighter? একজনের চোখে সন্ত্রাসী অন্য জনের চোখে মুক্তিযোদ্ধা? তাঁরা মানছেন এই দাবি বহু ব্যবহারে জীর্ণ, কিন্তু একই সঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো বাধা। এটা যদি নিছকই তাত্ত্বিক আলোচনা হোত তাহলে তত্ত্বিকদের তত্ত্বচর্চার মধ্যেই — অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের গবেষণার বিষয় নির্ধারণ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করেই হয়তো এর মীমাংসা করে ফেলতে পারেন । কিন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সত্যিকারের যুদ্ধে বা গেরিলা যুদ্ধ মোকাবিলায় নামলে দেখা যায় সেখানে সবকিছু তত্ত্ব ছাড়িয়ে যা□ছ। তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা যায় না। অথচ কী করে সংজ্ঞা নির্ধারিত হ□ছ তার সঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রচলিত যুদ্ধের নিয়মনীতির মধ্যে আন্তর্জাতিক যৌথ কর্মকাণ্ড সমন্বয়ের ব্যবহারিক প্রশ্ন জড়িত।

The statement, "One man's terrorist is another man's freedom fighter," has become not only a cliché, but also one of the most difficult obstacles in coping with terrorism. The matter of definition and conceptualization is usually a purely theoretical issue—a mechanism for scholars to work out the appropriate set of parameters for the research they intend to undertake. However, when dealing with terrorism and guerrilla warfare, implications of defining our terms tend to transcend the boundaries of theoretical discussions. In the struggle against terrorism, the problem of definition is a crucial element in the attempt to coordinate international collaboration, based on the currently accepted rules of traditional warefare. International Policy Institute for Counter Terrorism http://www.ict.org.il/

বাংলাদেশে আমরা শব্দটির ব্যবহার করছি। কিন্তু কোন্ অর্থে বা কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেটা প্রশ্ন হিসাবে আমরা এখনও তুলতে শিখিনি। হয়তো শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে কোন মুশকিল আমরা বোধ করি না। অথচ 'সন্ত্রাস' সম্পর্কে বইপত্র গবেষণার অভাব নাই। অগুনতি। একটি গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'সন্ত্রাস' শব্দটির ১০৯টি সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞার মধ্যে পরিসংখ্যানগত কোন্ শব্দ বা ধারণা বারবার এসেছে তার একটা

মজার হিসাবও আছে। যেমন, সন্ত্রাস বলতে ভায়োলেন্স বা বলপ্রয়োগের প্রসঙ্গ এসেছে, একশটি সংজ্ঞার মধ্যে এসেছে ৮৩.৫ বার। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা এসেছে ৬৫ বার। ভীতি সৃষ্টির প্রসঙ্গ এসেছে ৫১ বার। হুমকি প্রদর্শনের কথা এসেছে ৪৭ বার। মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ও ফায়দা আদায়ের কথা উঠেছে ৪১.৫ বার। যারা সন্ত্রাসের টার্গেট আর যারা সন্ত্রাসের শিকার উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কথা উঠেছে ৩৭.৫ বার। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, পরিকল্পিত, সুসংগঠিত কর্মকাণ্ডের **উল্লেখ** আছে ৩২ বার। প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবেলার এক ধরনের যুদ্ধনীতি, পদ্ধতি বা কৌশলের কথা উঠেছে ৩০.৫ বার। এই থেকে বোঝা যায় যে সন্ত্রাস শব্দটির সংজ্ঞা যতো সহজ আমরা মনে করি, ততো সহজ নয়।

যাঁরা 'সন্ত্রাস' নিয়ে কাজ করছেন এবং যাঁদের ১০৯টি সন্ত্রাসের সংজ্ঞা এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সন্ত্রাসের সংজ্ঞার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে? তাঁরা যে উত্তর দিয়েছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। (১) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আর অন্যান্য রাজনৈতিক সহিংসতার মধ্যে পার্থক্য ও সীমানা নির্ধারণ; (২) রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর গণপ্রতিরোধ একই মানদণ্ডে বিচার করা যাবে কিনা সেই বিষয়ে অনিশ্চয়তা; (৩) 'সন্ত্রাস'–কে অপরাধমূলক সন্ত্রাস বা ক্রিমিনাল কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা করবার প্রশ্ন ; (৪) সন্ত্রাস বলপ্রয়োগ, সহিংসতা, ক্ষমতা প্রয়োগ বা প্রভাব খাটানো থেকে কিভাবে আলাদা তার বিচার, নাকি সন্ত্রাস এদেরই একটা সাব–ক্যাটাগরি বা আরেকটি ধরন মাত্র। (৫) সন্ত্রাসের বৈধতা বা সন্ত্রাস আদৌ বৈধ হতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন ; (৬) গেরিলা যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য বিচার; এবং (৭) অপরাধ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য। সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে এই বিয়য়গুলো যে অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে সেটা যাঁরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রবক্তা তাঁদেরই কথা। এই দিকটি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (Alex P. Schmidt and Albert I. Jongman et al., Political Terrorism (SWIDOC, Amsterdam and Transaction Books, 1988), p. 5 (henceforth Schmidt).

সন্ত্রাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট টেররিজমের সংজ্ঞা এই রকম: "premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience." অর্থাৎ জনগণকে প্রভাবিত করবার জন্য কোন দল বা গোষ্ঠী যদি পরিকল্পিতভাবে বেসামরিক টার্গেটের ওপর সহিংস হামলা চালায় তাহলে সেটা টেররিজম। পল পিলার (Paul Pillar) একসময় যিনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ–র কাউন্টার টেররিস্ট সেন্টারের ডেপুটি প্রধান ছিলেন তিনি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন – (১) এটা পরিকল্পিত কাজ হতে হবে, হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া সহিংসতা সন্ত্রাস নয় বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে তাকে আলাদ ভাবে বিচার করতে হবে। আবেগের বশে বা হঠাৎ উত্তেজনার চোটে সহিংসতা গটে। কিন্তু সেই সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নয়। কারণ তারা পূর্বপরিকল্পিত নয়। (২) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড মাত্রই রাজনৈতিক, মাফিয়া গোষ্ঠির বা অপরাধী গোষ্ঠীর সন্ত্রাস আর যে অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাস' ব্যবহার করে তার মধ্যে পার্থক্য আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সন্ত্রাস মাত্রই রাজনৈতিক সন্ত্রাস, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে সহিংসতা তাকেই সন্ত্রাস বলা হয়। অপরাধমূলক সহিংসতা সন্ত্রাস নয়। (৩) সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের টার্গেট বেসামরিক নাগরিক, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেনাবাহিনী নয়। (৪) একটি দেশের সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড সন্ত্রাস নয়, সন্ত্রাস **শব্দটি** সেই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এই কর্মকাণ্ডের হোতা একটি দেশের অভ্যন্তরে কোন দল বা গোষ্ঠী (subnational griup) ।

সন্ত্রাস রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত— সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সকলেই কমবেশি একমত। তার মানে, যে–সন্ত্রাসের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই সেটা নিছকই অপরাধমূলক সহিংসতা, সেটা টেররিজম নয়। দ্বিতীয়ত, টেররিজমের টার্গেট সামরিক প্রতিষ্ঠান নয়, বেসামরিক লক্ষ্যস্থল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি আছে। যেমন প্যালেস্টাইন লিবারেশান অর্গানাইজেশান যদি ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে তাহলে কি সেটা সন্ত্রাস হবে? মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অভিমত হচ্ছে সেটা পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্ণয় করতে হবে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কোন সাধারণ নিয়ম করা যাবে না। যদি ইসরাইলী সেনাবাহিনী প্যাল্লেস্টাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়— তখনও সেটা আসলে সন্ত্রাসই হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্যালেস্টাইন লিবারেশান অর্গানাইজেশানের আদৌ কোন আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা বলা উচিত কিনা সেই বিষয়ে মার্কিন কংগ্রেস অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। মার্কিন কংগ্রেসের কমিটি অন ফরেন এফেয়ার্সের কাছে মাকিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত বিষয়ের আন্ডার সেক্রেটারির সহযোগী নেট ওয়াকার (Net Walker) যে বক্তব্য দিয়েছেন সেখান থেকে পরিষ্কার যে, যদিও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কোন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের লড়াকুদের আক্রমণ 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে না, কিন্তু ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পিএলওর আক্রমণ সন্ত্রাসী হামলা বলেই গণ্য হবে। ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সাব–কমিটির চেয়ারম্যান লী হ্যামিলটন (Lee Hamilton) আর নেড ওয়াকারের সঙ্গে যে কথাবার্তা হয়েছে তা এই রকম :

হ্যামিলটন : বেশ, আপনি তাহলে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা কিভাবে করেন? বেসামরিক ক্ষেত্রে হামলার বিবেচনা মাথায় রেখে কি?

ওয়াকার : সন্ত্রাস সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতিবছর যে রিপোর্টে প্রকাশ করে সেখানে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা হচ্ছে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হামলা।

হ্যামিলটন : তার মানে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ওপর হামলা সন্ত্রাস হিসাবে গণ্য হবে না, তাই না?

ওয়াকার : এর মানে এই নয় যে পিএলওর সঙ্গে আমরা যা করবার প্রচেষ্টা করছি তার ওপর এর কোন বিশাল প্রভাব নাই।

হ্যামিলটন : সেই জ্ঞান আমার আছে, কথা হচ্ছে এই হামলা তাহলে সন্ত্রাস নয়।

ওয়াকার : সামরিক লক্ষস্থলে হামলা? স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংজ্ঞা অনুসারে সেটা সন্ত্রাস হবে না। কিন্তু একটু রাখুন, এই কথা পুরাপুরি ঠিক না। আপনি জানেন, সামরিক লক্ষ্যবস্তুতেও এমন হামলা হতে পারে যা পরিষ্কার সন্ত্রাসী হামলা। ক্ষেত্রবিশেষেই সেটা বিচার্য।

হ্যামিলটন : থামুন তাহলে, আমি তো ভেবেছি আপনি আমাকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সংজ্ঞাই দিচ্ছিলেন !

ওয়াকার : শব্দটা হচ্ছে নন কমব্যাটেন্ট বা যুদ্ধাবস্থায় নাই এমন টার্গেটে হামলা — সামরিকও নয় বেসামরিকও নয়।

হ্যামিলটন : বেশ। তাহলে যুদ্ধাবস্থায় নাই এমন যে কোন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা সন্ত্রাস।

ওয়াকার : হ্যাঁ। এটাই ঠিক।

হ্যামিলটন : এবং যুদ্ধাবস্থায় নাই এমন লক্ষবস্তু সামরিকও হতে পারে।

ওয়াকার : অবশ্যই

হ্যামিলটন : এটা তো নিশ্চিত যে বেসামরিক লক্ষবস্তুর ওপর হামলা এই সংজ্ঞার অন্তর্গত। ঠিক না?

ওয়াকার : ঠিক

হ্যামিলটন : কিন্তু তাহলে কি একটি সামরিক ইউনিটের ওপর হামলা সন্ত্রাস বলে গণ্য হবে না?

ওয়াকার : সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে

হ্যামিলটন : সেই পরিস্থিতিগুলো কি?

ওয়াকার : আমার মনে করি না কী ধরনের সংজ্ঞা ও পরিস্থিতিতে আমরা প্যালেস্টাইন লিবারেশান অর্গানাইজেশানের কর্মকাণ্ডকে 'সন্ত্রাস' বলে আখ্যায়িত করব তার ব্যাখ্যা–বর্ণনা আমাদের খুব একটা কাজে আসবে।

লী হ্যামিলটন আর নেড ওয়াকারের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী দলিলগুলোতে 'সন্ত্রাস' সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় সেটা কাগুজে সংজ্ঞা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংজ্ঞার ভিত্তিতে চলে না। কিন্তু সংজ্ঞা নির্ণয়ের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার এতো উদগ্রীবও বা কেন? কারণ সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে কোন নীতিগত জায়গায় দাঁড়াতে